সমকাল

তারিখ 15 [illegible] 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

# শিক্ষার জন্য...

## একরামুল হক শামীম

অন্যদৃষ্টি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তির শেষ নেই। অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরণ না করাসহ আরও কিছু সমস্যা রয়েছে। এসব ব্যাপারে প্রায়শই অভিভাবকদের কাছ থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায়। রাজধানীর নামিদামি স্কুল-কলেজগুলোর প্রতি এই অভিযোগ বেশি। ভর্তি ফি আদায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নীতিমালা জারি করা হয়। সেই নীতিমালা অনুসরণ করেই এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজগুলোর অর্থ আদায়ের কথা। নীতিমালা অনুসরণ করা না হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানানো হয়। এমনকি এমপিও বাতিলের ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ খুব কম সময়ই ঘটেছে বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। এ তো গেল ভর্তি ফি আদায় করার প্রসঙ্গ। এর বাইরে ভর্তির সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরণ না করার কারণে শিক্ষার্থীদের নানাভাবে ভোগান্তি পোহাতে হয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারের জারি করা নীতিমালা অনুসরণ করার ব্যাপারে সম্প্রতি একটি রিট আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) উপ-পরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন আবেদনকারী হয়ে একটি রিট জারি করেন। সেই রিট আবেদনে মোট ১৪ জনকে বিবাদী করা হয়। ২০১৩ সালের ১৪ নভেম্বর বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি জাফর আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ রুলের আংশিক মঞ্জুর করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন। রায়ে আদালত বলেছেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারের জারি করা নীতিমালা অনুসরণ করা না হলে ভুক্তভোগীরা আবেদন নিয়ে আদালতে যেতে পারবেন। পাশাপাশি আদালত রায়ে আরও উল্লেখ করেছেন, বিষয়টি চলমান পর্যবেক্ষণে থাকবে।

ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি থেকে রেহাই দিতে বিচার বিভাগের এই আদেশ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা ২০১১ সালের ১৪ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা হয়। তারপর অনেকবার এই নীতিমালা না মানার অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। আদালতের আদেশ এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জন্য স্বস্তির বিষয় হবে। আদালত বিষয়টিকে চলমান পর্যবেক্ষণে রাখার কথা জানিয়েছেন। আশা করি, এ বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে। বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণে রেখে নীতিমালা অমান্যকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের ব্যবস্থা আদালত স্বপ্রণোদিত হয়েই করতে পরে। ভুক্তভোগীরা যাতে সহজেই আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে তাও নিশ্চিত করা উচিত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগ থেকে রায় আসার পর ২০১১ সালের নীতিমালার সন্ধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখেছি। আমার মনে হয়, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য এই নীতিমালা ওয়েবসাইট থেকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে। যেহেতু এই নীতিমালার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে একটি আদেশ এসেছে, তাই একে সহজলভ্য করা উচিত। ওয়েবসাইটের এমন জায়গায় এর প্রদর্শন করা উচিত, যেখান থেকে সহজেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এটি পেতে পারেন।